যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

রাজধানীতে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গোয়েন্দা সংস্থার পত্র

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীতে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন না দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা। ঢাকা শহরের উচ্চ জনবসতি, নাগরিক বিড়ম্বনা এবং যানজট সমস্যাকে সামনে রেখে এই অনুরোধ জানিয়ে সম্প্রতি পত্র দিয়েছেন তারা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পদক্ষেপও নিয়েছে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, পত্রে বলা হয়, বাংলাদেশে ৩১টি সরকারি ও ৬৫টি (বর্তমানে ৭৮টি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ৯টি, ৪৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রয়েছে। প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ থেকে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সে অনুযায়ী ৪৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। যার মধ্যে দৈনিক ১ লাখ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতায়াত করে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী যাতায়াতের সংখ্যা আরও বেশি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১২টিই ধানমণ্ডি এলাকায় অবস্থিত। এর বাইরে বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে ৯টি, উত্তরায় ৫টি, গুলশানে ৪টি, মোহাম্মদপুরে ৩টি, বারিধারা, শ্যামলী, তেজগাঁও, সাভারে ২টি করে এবং রাজধানীর আরও ১৬টি এলাকায় ১৬টি রয়েছে।

আবার সরকারি ও বেসরকারি ৮১টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে ৪৬টি, ডেন্টাল কলেজ ২৩টির মধ্যে ১৪টি, ১৫০টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যে ৯৭টি ঢাকা শহর ও এর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় একটি অংশও ঢাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত। বলা হচ্ছে, কেবল আধুনিক ও উচ্চতর শিক্ষার জন্যই নয়, চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ঢাকা শহরে এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অবস্থানের দিক বিশ্লেষণে বলা হয়, ঢাকাকেন্দ্রিক আধুনিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা ঢাকা সিটির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

উল্লেখ্য, বসবাস উপযোগিতার বিবেচনায় বিশ্বের ১৪০টি দেশের মধ্যে ঢাকা ১৩৯তম। সাত বিভাগীয় শহরের জনসংখ্যার ঘনত্বের বিবেচনায় ঢাকায়ই সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করে। ৭ বিভাগীয় শহরের মধ্যে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ঢাকায় ৪৫, সিলেটে ১৮, চট্টগ্রামে ১৫, খুলনায় ১১, বরিশালে ৫, রাজশাহীতে ৪ ও রংপুরে ১ জন বসবাস করে।

এ জন্য মনে করা হচ্ছে, ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলা হলে তা ঢাকা সিটির উচ্চতর জনবসতি ত্বরান্বিত করে নগরজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ অবস্থায় ওই গোয়েন্দা সংস্থাটির পক্ষ থেকে ঢাকা ভিন্ন অন্য শহরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতির সুপারিশের পাশাপাশি শর্তসাপেক্ষে না দেয়ার ব্যাপারেও বলা হয়। সংস্থাটির আশংকা, এতে পরবর্তীতে ক্যাম্পাস অন্যত্র স্থানান্তর করানো দুরূহ হতে পারে।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, তারা একটি গোয়েন্দা সংস্থা থেকে পত্র পেয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের চিঠিপত্র মাঝে-মধ্যেই পেয়ে থাকেন। তিনি বলেন, ঢাকায় আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় না দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত তাদের আগে থেকেই রয়েছে। এরপরও গোয়েন্দা সংস্থার ওই পত্র পর্যালোচনার জন্য ফাইল উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকায় আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দিতে খোদ প্রধানমন্ত্রীই বলেছেন। এ ব্যাপারে তার নির্দেশনা হল, চট্টগ্রাম, খুলনা, [illegible] যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে অনুমোদন দেয়া হবে।